যায়যায়দিন

তারিখ 1 MAY 2010
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

বদলে যাচ্ছে কারিগরি শিক্ষা

এম মামুন হোসেন

বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির টার্গেট নিয়ে কারিগরি শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন আনছে সরকার। শিল্পোদ্যোক্তা ও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের চাহিদা বিবেচনায় নতুন কোর্স-কারিকুলাম প্রণয়ন করা হবে। এছাড়াও কারিগরি ডিপ্লোমাধারীদের উচ্চশিক্ষার দুয়ার খুলছে। এখন থেকে শিক্ষার্থীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে পারবে। এ ব্যাপারে এক মাসের মধ্যে কর্মকৌশল চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কারিগরি শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ পাবেন বলে জানা গেছে।

বৈদেশিক শ্রম ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, ৬৫ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি বিদেশে কর্মরত থাকলেও তাদের বেশিরভাগই অদক্ষ বা আধাদক্ষ জনবল। এজন্য বাংলাদেশি শ্রমিকদের আয় অনেক কম। দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করতে পারলে দেশের বৈদেশিক আয় বাড়বে কয়েক গুণ। এক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির চিন্তা-ভাবনাও সরকারের রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সম্প্রতি বলেছেন, বিশ্বমানের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে পারলে আমাদের বৈদেশিক আয়ের পরিমাণ কয়েক গুণ বাড়ানো সম্ভব হবে। বেকার সৃষ্টির সাধারণ শিক্ষার চেয়ে কারিগরি শিক্ষাকে বেশি করে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, সরকার প্রতিটি উপজেলায় একটি কারিগরি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করবে। এখানে চাহিদা আছে এমন স্বল্পমেয়াদি শর্ট কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে।

কারিগরি শিক্ষার্থীরা উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করার সুযোগ পেত না। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা উত্তীর্ণদের জন্য কোনো আসন বরাদ্দ নেই। কারিগরি ডিপ্লোমাধারীরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিতে (ডুয়েট) ভর্তির সুযোগ পান। দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর কয়েক হাজার শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষায় বিএসসি ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে। ফলে বাজার চাহিদায় ডিপ্লোমাধারীদের অগ্রাধিকার কমে যাচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা ডিপ্লোমাধারীদের সঙ্গে ক্রেডিট সমন্বয় করার জন্য হয়টি সাব-কমিটি কাজ করছে।

টার্গেট জনশক্তি রপ্তানি
দুয়ার খুলছে উচ্চশিক্ষার

আগামী শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীরা বুয়েটসহ দেশের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে রিপোর্টটি জমা দেয়া হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম পরিবর্তনসহ ন্যাশনাল স্কিল নামে একটি প্রকল্পের খসড়া প্রণয়ন করার কাজ চলছে। যত্রতত্রভাবে মানহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেন চালু করতে না পারে এ বিধান করা হচ্ছে। এখন থেকে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের অনুমতি লাগবে। নিয়ন্ত্রণে আনা হবে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। অষ্টম শ্রেণী শেষে শিক্ষার্থীরা যেন বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় সে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, দেশে কারিগরি শিক্ষায় আট ধরনের ডিপ্লোমা রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩২ হাজার, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইলে আড়াই হাজার, ডিপ্লোমা ইন কৃষিতে ১১ হাজার, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রিতে ১৫০, ডিপ্লোমা ইন অ্যানিম্যাল হেলথ অ্যান্ড প্রোডাকশন টেকনোলজিতে ২০০ এবং ডিপ্লোমা ইন হেলথ টেকনোলজিতে প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, উচ্চশিক্ষায় ডিপ্লোমাধারীদের সমস্যার কথা চিন্তা করে সরকার উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে গঠন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। ডিপ্লোমাধারীরা যাতে সহজে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিতে পারে সে বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করবে এ কমিটি।

এ ব্যাপারে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর বলেন, করিগরি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে প্রয়োজনীয় কাজ এক মাসের মধ্যে শেষ হবে। আগামী ৩০ মে থেকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহে দেশব্যাপী কারিগরি শিক্ষা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নের ব্যাপারে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারসহ দেশের শিল্পগুলোতে দক্ষ জনশক্তির জোগান দিতে শিল্পোদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে পাঠ্যসূচি তৈরির কাজ চলছে।